তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯২

**‍‍বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং যেকোনো দুর্যোগে তুরস্ককে পাশে পেয়েছে বাংলাদেশ**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, তুরস্ক বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং যেকোনো দুর্যোগে তুরস্ককে পাশে পেয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট উত্তরণে তুরস্কের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে TIKA (তার্কিশ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সি) কর্তৃক কক্সবাজারস্থ শরণার্থী কমিশনারের কার্যালয়ে সরবরাহকৃত গাড়ির চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 তুরস্কের রাষ্ট্রদূত Mustafa Osman Turan দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাফল্যের প্রশংসা করেন । এ দেশের উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন । বিশেষ করে মিয়ানমার নাগরিক রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে তাদের ভূমিকা পূর্বের মতোই অব্যাহত থাকবে বলে প্রতিমন্ত্রীকে জানান।

 এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন, অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম, রঞ্জিত কুমার সেন, আলী রেজা মজিদ, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, বেগম রওশন আরা,শরণার্থী কমিশনার শাহ্ মোহাম্মদ রিজওয়ান হায়াত এবং TIKA'র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর Ismail Gundogdu উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯১

**ময়মনসিংহ বিভাগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

‍‍‍‍ ময়মনসিংহ বিভাগে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

 ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা হতে পাঠানো পৃথক পৃথক বিবরণীতে এ সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

 ময়মনসিংহ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫৯০টি পরিবারের ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৫০ জন মানুষ। ময়মনসিংহ মহানগর এলাকার জন্য ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা ১ হাজার ২৫০টি পরিবারের ৬ হাজার ২৫০ জন মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১২৮টি পরিবারের ৪৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৪০ জন মানুষ।

 ময়মনসিংহ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৩ লক্ষ টাকা নগদ অর্থের মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা ৯০০ টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ মহানগরী এলাকায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৫ লক্ষ টাকা নগদ অর্থের পুরোটাই ৩ হাজার ৭৫০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 ময়মনসিংহ জেলায় গোখাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪ লক্ষ টাকা ৩৮৩ জন গৃহস্থের মাঝে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ৩৩৩ এর মাধ্যমে মোট উপকারভোগী পরিবার ৬১৫টি।

 নেত্রকোনা জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ৫০১ টি পরিবারের ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০৫ জন মানুষ।

 এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে । ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৩৪টি পরিবারের ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৭০ জন মানুষের মাঝে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, শিশু খাদ্য হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়, যার মধ্যে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১৫০০।

 গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। ৩৫০ জন গৃহস্থের মাঝে গোখাদ্যের এ অর্থ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৩৩৩ এর মাধ্যমে জেলায় মোট সেবা গ্রহীতার পরিবার সংখ্যা ১৮০টি।

#

মাহমুদুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯০

**সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধানতম ভিত্তি**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

‍‍‍‍ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। এরই ফল স্বরূপ জনগণ সেবা নিতে আসবে না বরং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে- সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে । অন্যদিকে ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাসড়ক।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের উদ্ভাবন প্রদর্শণ উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ন সচিব দেওয়ান মোঃ হুমায়ুন এবং আইসিটি বিভাগের যুগ্ন-সচিব সেলিনা পারভেজ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত ডিজিটাল প্রযুক্তি উপস্থাপন করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, জাতি হিসেবে বাঙালি চিরকাল উদ্ভাবক ও সৃজনশীল জাতি। তা না হলে তলাবিহীন ঝুড়ি খ্যাত বাংলাদেশ আজকের এই অবস্থায় আসতে পারতো না। তিনি বলেন, জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনের মাধ্যমে যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের বীজ বপন করে তা চারা গাছে রূপান্তর করে গেছেন। তারই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ১৬ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মন্ত্রী সৃজনশীলতা ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটির মহাসড়ক সামনে রেখে অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তৈরি করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের ডিজিটাল উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়। সবগুলো প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ইনোভেশন দেখে মন্ত্রী উদ্ভাবকদের প্রশংসা করেন। তারা তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অন্যরাও কাজে লাগাতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। প্রদর্শনীতে টেলিটক, বিটিআরসি এবং সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিকে উদ্ভাবনের জন্য সেরা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা উদ্ভাবনকে জাতীয় অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারে টেকসই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৯

**সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

‍‍‍‍

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, ঘনবসতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায়ও সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ । দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায়' বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে "দুর্যোগে পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান কৌশল' নির্ধারণে আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রণজিৎ কুমার সেন ।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ ঝুকি-হ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) ২০১৯ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণীত হয়েছে । এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রতিবন্ধী, নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুসহ দুর্গত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপন ও বাস্তবায়ন । ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)।

 এনামুর রহমান বলেন, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, আসন্ন দুর্যোগের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বেতার, টেলিভিশন এবং স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (ওঠজ) চালু করা হয়েছে । মোবাইল ফোন নম্বর থেকে ১০৯০ (টোল ফ্রি) নম্বরে ডায়াল করে দুর্যোগের আগাম বার্তা পেয়ে জনগণ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে । এ বার্তাকে আরো অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগ সহনীয় টেকসই নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর উপকূলীয় অধিবাসীদের জান-মাল ও সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৭৪ হাজার সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক উপকূলীয় এলাকায় কাজ করছেন । সিপিপি বিশ্বব্যাপী সেরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের একটি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বিকশিত হয়েছে।

#

সেলিম/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৮

দেশীয় মাছ রক্ষায় প্রজনন সময় নির্ধারণ করে নিষিদ্ধকাল আরোপ করা হবে

 -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ বলেছেন, ‍‍“দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ রক্ষায় প্রজননকাল নির্ধারণ করে ঐ সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হবে। তবে নিষিদ্ধকাল হবে স্বল্প সময়ের জন্য। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পেতে হবে। এজন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনে উপজেলাভিত্তিক পাইলটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

 আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) আয়োজিত ‘বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজননকাল নির্ধারণ ও সংরক্ষণ’ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. এ এইচ এম কোহিনুর।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব বলেন, “দেশের মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি অভাবনীয়। আমরা দেশের যে কয়টি বিষয়ে সফলতার কথা বলি, গর্বের কথা বলি মৎস্য খাত তার মধ্যে অন্যতম। জলাশয় কমে যাওয়াসহ নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমানে দেশে মাছের উৎপাদন প্রায় ৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন।”

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ বলেন, “দেশীয় মাছের প্রজননকাল নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে নতুন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া জনগণকে সচেতন করতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাছের অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও বিএফআরআই উদ্ভাবিত মাছের চাষ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।”

 সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, “গবেষণার ফলাফল মাঠে সম্প্রসারণ করা না গেলে গবেষণার কোন মূল্যই নেই। এজন্য বিএফআরআই এর সব গবেষণায় মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা হবে। তাছাড়া জনগণকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে কোন গবেষণায় সাফল্য পাওয়া যাবে না।”

 বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, যুগ্ম সচিব ড. মোঃ মশিউর রহমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক শেফাউল করিম, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

 কর্মশালা শেষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ‘বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি নির্দেশিকা’ নামক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব।

#

ইফতেখার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৭

**শিক্ষা আইন চূড়ান্ত, শিগগিরই মন্ত্রিপরিষদে যাচ্ছে**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে, শিগগিরই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হবে।  শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি আজ ‘চাইল্ড পার্লামেন্টে সেশন ২০২১’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষা আইন দীর্ঘদিন ধরে করার চেষ্টা করছি। আমরা সেই শিক্ষা আইনের খসড়াটি করোনাকালেই চূড়ান্ত করেছি। এখন মন্ত্রিপরিষদের যাবে। এরপর আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া আছে সেগুলো সম্পন্ন করে পার্লামেন্টে যাবে। সংসদে পাস হয়ে গেলে আমরা আইনটি বাস্তবায়ন করতে পারবো।’

 চাইল্ড পার্লামেন্টে অনলাইন শিক্ষাসহ শিক্ষায় বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপের বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে।  চাইল্ড পার্লামেন্টে  বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও সমস্যা সমাধানের বিষয় তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

 চাইল্ড পার্লামেন্টে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘অন্যের জরিপ নয় নিজেরা জরিপ করে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ করতে হবে।’

 অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক চাইল্ড পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

#

খায়ের/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৬

**ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন জেলায় মানবিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

 গতকাল ৮জুন  ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ঢাকা জেলায় ৩ লাভ টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 রাজবাড়ি   জেলায় ১ কোটি ২৪ লাখ ৯৪ হাজার ৮০৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে  ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা ১ লাখ টাকা শিশু খাদ্য এবং ১ লাখ টাকা গোখাদ্য  হিসেবে আর্থিক সহায়তা  প্রদান করা হয়।

 নরসিংদী জেলায় ২ কোটি ৪৯ লাখ ২ হাজার ৫০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা,  শিশু খাদ্য হিসেবে ৬ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 গোপালগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৮৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ৩৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ৪ লাখ  টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 টাংগাইল জেলায় ৩ কোটি  ৫৪ লাখ ১১ হাজার ৪০০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের  মাধ্যমে ১২ কোটি ২ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ১২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 শরীয়তপুর জেলার ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়।

 কিশোরগঞ্জ জেলায় ৬ কোটি ১০ লাখ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৫

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ হাজার ৫৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৫৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ১৭ হাজার ৮১৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৯৪৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬৯ জন।

#

দলিল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৪

**ভূমি রাজস্ব আদালতে অনলাইন শুনানি শুরু**

**পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে ভূমি মামলার শুনানিতে অংশ নেওয়া যাবে**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

আজ বুধবার ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুর উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ সময় বলেন, হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা এখন আর কেবল স্লোগান নয়, বাস্তবতা। ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুর ফলে মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তি কমানোর পাশাপাশি সময় সাশ্রয় নিশ্চিত করা যাবে।

ভূমিমন্ত্রী আরো বলেন, দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও টেকসই ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিচারিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসেই ভূমি মামলার শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন দেশের নাগরিকরা।

এসময় সবাইকে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে রেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান জানিয়ে সাইফুজ্জামান চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন খুব শীঘ্রই অনলাইনে এলডি ট্যাক্স সিস্টেমসহ আরও বেশ কিছু ভূমিসেবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। তিনি এ সময় বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর ফল আজকের বাস্তবের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

এ সময় অনুষ্ঠানের সভাপতি ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ জানান, এনআইডি নম্বর ও মোবাইল ভ্যারিফিকেশন-এর মাধ্যমে মামলার শুনানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া ভূমিমন্ত্রী পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা দেশে বিভিন্ন শপিং মল, স্টেশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দ্রুত কিয়স্ক বুথ স্থাপনে কথা জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম এনডিসি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস, মুহাম্মদ সালেহউদ্দীনসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। এছাড়া বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় অংশীজন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মাঠ পর্যায়ে ভূমি আদালতে অনলাইন শুনানির ইতিবাচক প্রভাবের ব্যাপারে তাঁদের আশার কথা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও টেকসই ভূমি রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই ভূমি সংক্রান্ত আদালতগুলোর বিচারিক কাজে অনলাইন শুনানি চালু করেছে সরকার। এ সম্পর্কিত একটি পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন) অনুসরণ করে দেশের সকল ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন শুনানি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সেবা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন - এই তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া অবশিষ্ট ৬১ জেলায় শুরু হচ্ছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) কর্তৃক পরিচালিত ভূমি রাজস্ব বিষয়ক, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক পরিচালিত সেটেলমেন্ট/ জরিপ সংক্রান্ত, ভূমি আপীল বোর্ড পরিচালিত আপিল সংশ্লিষ্ট এসব কোয়াসি জুডিশিয়াল আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে অনলাইন শুনানি চালু করা হয়েছে।

নামজারি, জমাভাগ, বিবিধ মামলা, মিসকেস, সেটেলমেন্ট, রেকর্ড সংশোধন, আপত্তি, আপিল ইত্যাদি ধরনের মামলা অনলাইনে শুনানি কার্যক্রমর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনলাইনে শুনানি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ওয়েবসাইট এড্রেস acl-dc-db.fihs.school। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে একজন নাগরিক তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে মামলা শুনানির জন্য অনুরোধ করতে পারবেন ।

#

নাহিয়ান/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৩

**বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ৫৪ তম সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন  বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ৫৪তম সভা আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনু্ষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ তাঁর অফিস কক্ষ হতে সভায় যোগদান করেন। সভায়  জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের ধরন পরিবর্তনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

 এসময় অন্যান্যের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, পরিবেশ, বন জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, বিশিষ্ট পানি সম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন  বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাতসহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

 সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি ব্যাগ উদ্ভাবনে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এলক্ষ্যে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবককে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করেছে। কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এখনো পাট হতে  বাজারজাত করণের মতো বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিন প্রস্তুত  করা সম্ভব হয়নি। উদ্ভাবক ২০২২ সালের জুনের মধ্যেই এটা করতে সক্ষম বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পাটের বিকল্প বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিনের ব্যবহার প্রচলন করতে পারলে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।  বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২০ সাল পর্যন্ত  ৩ হাজার ৩ শত ৬২ কোটি ৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭ শত ৮৯ টি  প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।  জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে গৃহীত এসকল প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮২

**তথ্য সংগ্রহ আর চুরি এক নয়**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য চুরি এক জিনিস নয়। তথ্য সংগ্রহ করার নিয়ম আছে, সংগ্রহ আর চুরির মধ্যে প্রভেদ ভুলে এটিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।’

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আলহামরা নাসরিন হোসেন লুইজা সম্পাদিত ‘ছবির ভাষায় মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’ অ্যালবাম প্রকাশনা উৎসবে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। অঙ্গনা ও অরণ্যের সঞ্চালনায় স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল এবং গ্রন্থটির সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

 টিআইবি’র মন্তব্য ‘দেশে তথ্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে’ এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘রোজিনার ঘটনাটি অনভিপ্রেত। সেটি আমি আগেও বলছি আজকেও একই কথা বলবো। কিন্তু দুর্নীতি বা যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয় বা যেকোনো অফিসে সাংবাদিকরা যেমন আবেদন করতে পারে, নাগরিকরাও করতে পারে। সে পদ্ধতিতে না পেলে তথ্য কমিশন আছে। সেখানে আবেদন করলে কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য দেয়ার জন্য বলে এবং গাফিলতি হলে জরিমানাসহ নানাধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তথ্য কমিশন গঠনের পর এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজারের মতো আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতি বা যেকোনো তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারই তথ্য কমিশন গঠন করেছে এবং সেভাবে মানুষ তথ্য পাচ্ছেও।’

 উদাহরণ দিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পদে থাকাকালীনও আমি কোনো অফিসে গিয়ে বিনা অনুমতিতে তাদের অগোচরে কোনো গোপনীয় তথ্য নিয়ে নেই তাহলে নিশ্চয়ই আমি অপরাধী এবং সেক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ যেকোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আর সেই তথ্য যদি কোনো রাষ্ট্রীয় গোপন নথি হয় তাহলে সেটা অপরাধটা আরো বড়।’

 ‘প্রত্যেক মন্ত্রীকে দু’টি শপথ নিতে হয়, একটি হচ্ছে মন্ত্রী হিসেবে আরেকটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করার’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সেজন্য রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা যেকোনো মন্ত্রীর দায়িত্ব। টিআইবি এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য চুরি দু’টি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছে বিধায় আমি টিআইবি’র এই বক্তব্যের সাথে একমত নই।’

 তবে টিআইবি’র মতো সামাজিক সংগঠনের দরকার আছে, তারা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে, এটিই স্বাভাবিক এবং আমরাও সেটি চাই, বলেন ড. হাছান। এতইসাথে তিনি বলেন, ‘তবে অতীতে দেখা গেছে টিআইবি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কথা বললেও অনেকক্ষেত্রে গবেষণা না করে শুধু রিপোর্ট তৈরি করে সেটিকে গবেষণা বলে চালিয়ে দেয়, যেটি সমীচীন নয়। ২০১০ সালের শুরুতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে বনবিভাগ নিয়ে টিআইবি ২০১০ সালে যে চলতি দুর্নীতি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, সেখানকার তথ্য ছিল পুরনো, ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের। এছাড়া, টিআইবি যেসব দেশ থেকে ফান্ড পায় তাদের নিয়ে কোনো রিপোর্ট করতে দেখিনা।’

পাতা-২

 টিকা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘টিকার জন্য একটি সূত্রের ওপর নির্ভরতা নিয়ে টিআইবি প্রশ্ন রেখেছে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ হচ্ছে টিকা দেয়া শুরু করা দেশগুলোর প্রথম সারির অন্যতম। এবং বাংলাদেশ শুরু থেকেই একটি সূত্রের ওপর নির্ভর করেনি, যত স্থান থেকে টিকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবার সাথেই যোগাযোগ করেছে। কিন্তু যখন টিকা বাজারে এলো তখন সবদেশই নিজেদের প্রয়োজনটার কথা মাথায় রেখেছে, অন্যদেশকে টিকা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। তখন সিরাম ইনস্টিটিউট প্রথমে এগিয়ে এসেছে, বাংলাদেশ তাদের সাথে চুক্তি করেছে এবং সেই মোতাবেক টিকাও এসেছে। কিন্তু পরে ভারতের করোনা পরিস্থিতি অবনতি হয়।  কিন্তু বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সাথেও প্রথম থেকেই যোগাযোগ রাখার কারণেই এখন চীন ও অন্যান্য দেশ থেকেও টিকা আসছে। হঠাৎ করে যোগাযোগ করলে এতো তাড়াতাড়ি টিকা আসতো না।’

 তথ্যমন্ত্রী ‘ছবির ভাষায় মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’ অ্যালবাম মোড়ক উন্মোচনকালে গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ কিছু ছবির এবং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে ছবির বর্ণনার প্রশংসা করেন এবং নিষ্ঠার সাথে দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে কাজের জন্য আলহামরা নাসরিন হোসেন লুইজা, গ্রন্থটির প্রকাশক বর্ণ প্রকাশ লিমিটেড এবং সম্পাদকের সহযোগীদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এধরণের অ্যালবাম খুবই সহায়ক।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮১

**চলমান বোরো সংগ্রহ অভিযান সফল করার নির্দেশ খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, চলমান বোরো সংগ্রহ অভিযান যে কোনো মূল্যে সফল করতে হবে। দেশে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে নির্দেশনা দিয়ে তিনি চলমান সংগ্রহ অভিযানকে সফল করতে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ‌‘অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ অভিযান ২০২১ অগ্রগতি পর্যালোচনাসভায়’ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে হবে। ধান বিক্রি করতে আসা কোনো কৃষক যাতে হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখারও আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, কৃষকের কষ্টের ফসল বিক্রি করতে এসে কেউ যেন অস্মানিত না হন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমের সভাপতিত্বে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমান, খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, আঞ্চলিক এবং জেলা খাদ্য কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়াল মিটিংয়ে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ২৮ এপ্রিল ধান এবং ৮ মে চাল সংগ্রহ অভিযান ২০২১ এর উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এবছর বোরো মৌসুমে ৪০ টাকা কেজি দরে ১০ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল ও ৩৯ টাকা কেজি দরে ১ লাখ টন আতপ চাল সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮০

**তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকগণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অগ্রসৈনিক**

 **-- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকগণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অগ্রসৈনিক উল্লেখ করে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্ভাবকদের সম্পৃক্ত করে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ও এন্টারপ্রেনিয়র সাপ্লাইচেইন তৈরির মাধ্যমে তরুণদের আত্মনির্ভরশীল করতে আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১” উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক হতে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের জন্য একটি সম্ভাবনাময়ী গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫৭টি দেশ থেকে ৭ হাজারের অধিক স্টার্টআপ/ইনোভেটররা ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে বলে তিনি জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে বেসিক নলেজ বা মৌলিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সোনার মানুষে পরিণত করতে দেশে ৩০০টি স্কুল অভ্ ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তরুণরা যেন এলাকাই বসেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে সে লক্ষ্যে দেশে ৬৪টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

 তিনি বলেন, উদ্যোক্তাদের বড় করে তুলতে দেশের প্রত্যেকটি হাইটেক পার্কে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ছয় মাসের ফ্রি কো-ওয়ার্কিং স্পেস দেয়া হচ্ছে। দেশজুড়ে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোক্তা ক্যাম্পাস গড়ে তুলছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ। তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে এর বদলে এখন বলতে হয় উদ্যোক্তা হয় যে, গাড়ি-ঘোড়া বানায় সে।

 সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থ প্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রাকিব, ই-ভ্যালি সিইও মোহাম্মাদ রাসেল, ওয়ালটন ডিজিটেক নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী লিয়াকত আলী ও স্টার্টআপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিনা এফ জাবিন,।

 সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিগ-২০২১ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশসহ ১৪২টি দেশে ক্যাম্পেইন শেষে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশ-বিদেশ থেকে ৭,০০০- এরও বেশি স্টার্টআপ আবেদন করে যেখান থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৫৬টি দেশ থেকে মোট ২৫৫টি প্রকল্প গৃহীত হয়। সেখান থেকে দুই দফায় বাছাই শেষে ইতোমধ্যে নির্বাচন করা হয়েছে সেরা ১০টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্টার্টআপ, যারা সরাসরি যাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে। অপরদিকে, দেশীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ বাছাই হয় প্রাথমিকভাবে দুই দফায়। প্রথম পর্যায়ে ২৮ জন বিচারক ৫টি স্ক্রিনিং বোর্ডের মাধ্যমে বাছাই করেন ২৮৬টি দেশীয় স্টার্ট-আপ। ইতোমধ্যে অনলাইন বুটক্যাম্পটি আগামী ১২ জুন ২০২১ তারিখ থেকে শুরু হবে। বুট ক্যাম্পে গ্রুমিং শেষে এই ৬৫টি স্টার্ট-আপ নিয়েই শুরু হবে ১৩ পর্বের টিভি রিয়েলিটি শো যা জুলাই ২০২১ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে একটি বেসরকারি টিভিতে প্রচার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাছাইকৃত ৬৫ স্টার্টআপ থেকে ২৬টি স্টার্টআপ নির্বাচন করা হবে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে নির্বাচিত ১০টি এবং আইডিয়া প্রকল্পের আওতাভুক্ত পোর্টফলিও স্টার্ট-আপের সেরা আরও ১০টি স্টার্ট-আপ অর্থাৎ মোট ৪৬টি স্টার্ট-আপকে নিয়ে হবে “বিগ ২০২১ গ্র্যান্ড ফিনালে”। সবশেষে সেরা একটি স্টার্ট-আপ পাবে বিশেষ সম্মাননা এবং এক লাখ ইউএস ডলার সমমূল্যের অর্থ পুরস্কার। একই সাথে এই রিয়েলিটি শো’র মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া ২৬টি র্স্টাট-আপ ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে নির্বাচিত ১০টি বিজয়ী র্স্টাট-আপ প্রত্যেকে পাবে আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় ১০ লাখ টাকা করে অনুদান।

 সেপ্টেম্বর ২০২১-এ “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২১” এর গালা ইভেন্টের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৯

ইআরএফ-চায়না চেম্বারের সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী

**চায়না ৯৭ ভাগ পণ্য রপ্তানিতে ডিউটি ও কোটা ফ্রি বাণিজ্য সুবিধা দিচ্ছে**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন,  চায়না ৯৭ ভাগ পণ্য রপ্তানিতে  ডিউটি ও কোটা ফ্রি বাণিজ্য সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশকে, ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে। উভয় দেশের বাণিজ্য ব্যবধান কমানোর প্রচেষ্টা চলছে। চীন বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগী। পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প, ঢাকায় মেট্রো রেল প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু কর্নফুলি  টানেল প্রকল্প, ঢাকা-চট্রগ্রাম চার লেন প্রকল্পসহ অনেক মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নে চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি সেক্টরে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার শিল্প স্থাপন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে  প্রয়োজনীয় সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অভ কমার্স এন্ড  ইন্ডাষ্ট্রি যৌথ ভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ-চায়না ইকোনমিক এন্ড ট্রেড রিলেশনস ইন দি আফটারমান্থ অভ দি কোভিড-১৯ গ্লোবাল পেন্ডামিক’  শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের মাধ্যমে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এসময় চায়না বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) স্বাক্ষরের বিষয়ে জয়েন্টলি সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।  চীন বাংলাদেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীক অংশীদার। বাংলাদেশের সাথে চীনের গতবছরের বাণিজ্য ছিল ১২.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের। এসময় বাংলাদেশ চীনে রপ্তানি করেছে  ০.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য, একই সময়ে আমদানি করেছে ১১.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। চীনের দেয়া বাণিজ্য সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বাণিজ্য ব্যাবধান কমানোর চেষ্টা চালাছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
 ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এর সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অভ বাংলাদেশ (পিআরআই) এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. আব্দুল রাজ্জাক। গেস্ট অভ অনারের বক্তব্য রাখেন- ঢাকায় নিযুক্ত চীনের অ্যাম্বাসেডর লি জিমিং, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম, চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর মাহবুব উজ জামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অভ কমার্স এন্ড  ইন্ডাস্ট্রি এর প্রেসিডেন্ট গাজী গোলাম মর্তুজা, সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট শাহ মো. সুলতান উদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা এবং ইআরএফ এর প্রেসিডেন্ট শারমিন রিনভি ।

#

বকসী/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৬২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৮

**জাতীয় আরকাইভস ডিজিটাইজেশন প্রকল্প চূড়ান্ত করা হচ্ছে**

 **- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জনগণকে জ্ঞান সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় আরকাইভস এর কোন বিকল্প নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিলসমূহসহ সরকারের স্থায়ী রেকর্ডস ও আর্কাইভসমূহ সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার দপ্তর যাত্রা শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অচিরেই জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারকে ডিজিটাল আরকাইভস ও ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করা হবে। সে লক্ষ্যে জাতীয় আরকাইভস ডিজিটাইজেশনের জন্য গৃহীত প্রকল্পের প্রকল্প দলিল চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ 'আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ ২০২১' উদযাপন উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত 'Empowering Archives' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, জাতীয় আরকাইভসের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে আমরা শীঘ্রই এর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া গত ৬ জুন 'বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভ বিল, ২০২১' নামের একটি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপরোক্ত আইন এবং প্রকল্প দু'টি (অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশন) বাস্তবায়িত হলে জাতীয় আরকাইভসের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

 বাংলাদেশ আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন।

 ওয়েবিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ এর কো-অর্ডিনেটর সাবেক আইজিপি মোঃ সানাউল হক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন, বাংলাদেশ আরকাইভস ও রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি (বারমস) এর সভাপতি প্রফেসর শরীফ উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক সাবেক অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ।

 উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন আরকাইভস (আইসিএ) ৭-১১ জুন, ২০২১ ভার্চুয়াল মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ পালন করছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আইসিএ'র সদস্যগণকে একইভাবে আরকাইভস সপ্তাহ পালনের জন্য অনুরোধ করেছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'Empowering Archives'.

#

ফয়সল/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৭

**ইউপির সক্ষমতা বৃদ্ধি করলে উন্নয়নে ঋণের প্রয়োজন হবে না**

 **-এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারলে উন্নয়নের জন্য বিদেশি ঋণের প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
মোঃ তাজুল ইসলাম।

 তিনি আজ রাজধানীর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিলনায়তনে আয়োজিত ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক কর্মকাণ্ড নিরীক্ষার জন্য নিয়োজিত নিরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, আমরা যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে ক্ষমতায়ন করে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার আওতায় আনতে পারি, আয়বর্ধক হিসেবে গড়ে তুলে আত্মনির্ভরশীলতার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ব্যবস্থা করি তাহলে দেশের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক থেকে লোন নিতে হবে না’।

 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুট লেভেলে কাজ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির পরিধি অনেক বেশি এবং প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সাথে তাদের সংযোগ থাকে। তাই যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক, দুঃসময় ও আপদে-বিপদে সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে পাশে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

 পার্শ্ববর্তী অনেক দেশসমূহের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যে জাতি যত উন্নত-সমৃদ্ধ হবে সে দেশের নাগরিকরাও তত উন্নত হবে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে যদি সম্পদের রূপান্তর করা যায় এবং আমরা যদি আমাদের ওপর অর্পিত স্ব স্ব দায়িত্ব দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পালন করি তাহলে দেশে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

 নিয়োগপ্রাপ্ত সকল অডিটরদের সততা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, যারা মাঠে এই দায়িত্ব পালন করবেন তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোন সুপারিশ করলে সে সুপারিশসমূহ আমলে নিয়ে পরবর্তীতে নীতিমালা প্রণয়নের সময় সংযোজন করা হবে ।

 এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ইউনিয়ন পরিষদে অডিট করার মাধ্যমে যেমন স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আসবে তেমনি ভাবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সমাজে অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হবে।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিএবি'র প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল হাসান খসরু। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

 স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট অভ চাটার একাউনটেন্টস অভ বাংলাদেশ-আইসিএবি এর যৌথ আয়োজনে কর্মশালায় ১৫০ জনের বেশি অডিটর অংশ নেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৬

**কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ কমলে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের থেমে থাকা কাজ শুরু হবে**

 **-পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ (৯ জুন) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী ব৭লেছেন, দেশের পর্যটন শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলাম। এরই মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারির  সংক্রমণ শুরু হওয়ায় এই কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কোভিডের সংক্রমণ কমলে আমরা আবার পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের থেমে থাকা কাজ শুরু করবো।

 আজ কক্সবাজারের হোটেল শৈবালে  বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর আয়োজনে ‘কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 তিনি আরো বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে সারা বিশ্বের পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। পর্যটন শিল্পকে কিভাবে আবার শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করছি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে কক্সবাজারের পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখায় স্থানীয় জনগণের ভূমিকা রাখতে হবে। লোকজনকে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।  এই পর্যটন নগরীর পরিবেশ আরো সুন্দর হলে অধিকসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে বেড়াতে আসবেন যা থেকে সরাসরি উপকৃত হবেন স্থানীয় জনগণ।

 কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ হান্নান মিয়া, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

 #

তানভীর/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৩৪ ঘণ্টা